বিশ্ব শিক্ষক দিবসের ভাবনা -১

মরহুম আব্বাজানের ৪৬ বছরের শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন দিক , আমার স্কুলের সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দের ( বেশীর ভাগ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন) ব্যক্তিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে ছোট কাল থেকেই শিক্ষক হবার ইচ্ছে ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্র ছাত্রীদের দমন , শাস্থি , পরীক্ষার খাতা মুল্যায়ন ,পরীক্ষা কক্ষে দায়িত্ব পালন ও খাতায় স্বাক্ষর করা । এসএস সি পরীক্ষা শেষ । শুরু করলাম ঘরোয়া মাস্টারি । কলেজে ভর্তি আর লজিং থাকা , এভাবে পড়তে আর পড়াতে দু,বছর চলে যায়। এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েই শুরু করলাম কাগজে কলমে শিক্ষকতা । তার পর থেকে আর একদিনও থেমে নাই । সরকারি চাকুরীর চেষ্টা করিনি । দু’একটা পেলেও যোগদান করিনি । পড়ি আর পড়াই এভাবে চলতে চলতে ১০ বছর পর এক সময় বিএড প্রশিক্ষণ নিই- আর বুঝতে পারি বিগত ১০ বছরে অনেক ভুল আর অন্যায় করে ফেলেছি । শিশুদের গায়ের আর গলার জোরে ,বেতের ভয় দেখিয়ে পড়া গিলিয়েছি। আহা কি অন্যায়! কি জুলুম এসব শিশুদের উপর!

 অবশেষে প্রশিক্ষিত শিক্ষক হলাম । প্রশিক্ষন ,অভিজ্ঞতা সর্বোপরি আন্তরিকতা সবমিলিয়ে হয়ে গেলাম জনপ্রিয় শিক্ষক। সেরা শিক্ষক সহ বেশ ক,টি পুরস্কারও পেয়ে গেলাম। পেশা হয়ে গেল শতভাগ নেশা। নাম মাত্র (সম্ভবত ৩৩০-500 টাকা) বেতন পেতাম । কোন দিন বেতন গুণে দেখিনি । কারন পেশা নয় নেশা , এটা ভোগের জিনিস । সংসার চালাতে অসুবিধা হত না এমন নয় কিন্তু মনে শান্তি পেতাম । সারাদিন; সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি স্কুলে। অনেক সময় রাত কাটাতাম । আমার স্কুলে বড়সড় ভাবে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হতো । তিন দিন আমরা সবাই রাত দিন কাজ করতাম। বাসায় বাজার না থাকায় অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হতো। ফাইন্যাল অনুষ্ঠানে গিন্নীকে মেহমান হিসাবে আনতাম। অন্যান্য শিক্ষিকাগন এ কাজটি করে আমার উপকার করতেন। অনুষ্ঠানে নিজের বরের সুনাম শুনে এতদিনের সব কাইজ্যা ফ্যাসাদ তিনি ভুলে যেতেন। জুতো সেলাই থেকে চন্ডি পাঠ সব কাজ , সকল রকম কাজ করতাম অনন্দের সহিত। প্রতি বছরই ইন্সেনটিভ লাভ করতাম।১০ থেকে ৩০টাকা মাহিনা বৃদ্ধি পেত। হাজার হাজার মানুষের সভায় প্রধান শিক্ষক যখন বলতেন “নজরুল আমার ডান হাত ,আমার বাম হাত,আমার সিনা(বুক) ,তাকে ছাড়া আমার স্কুল চলে না ” তখন সারা বছরের কষ্ট দুর হয়ে যেত। সভাপতি যখন বেশীর ভাগ সিদ্ধান্তে আমাকে দায়িত্ব দিতেন খুব অহংকার বোধ করতাম । আজকালের মত সভাপতি নয়, দেশ সেরা বিদগ্ধ ব্যক্তি সভাপতি ছিলেন। যাকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রধান ব্যক্তিকে কদমবুচি করতে দেখেছি। পড়ার আর পড়াবার নেশা আমায় ছাত্র বানিয়ে দিল । এমএড প্রশিক্ষণ নিয়ে দেখলাম শিক্ষকতা খুবই কঠিন পেশার নাম । পর পর দুটো বিষয়ে মাস্ট্রার্স করলাম অতঃপর এখন আর পড়াতে পারিনা । শুধু মনে হয় আমি শিক্ষক , কেন আমি ক্লাশে ডমিনেট করব? কেন আমার গলার স্বর প্রকট হবে? আমার একটা আঙ্গুল নড়লে পুরো ক্লাশ নড়ার কথা । আমার উপস্থিতির জন্য , আমার কথা শুনার জন্য , আমার ভঙ্গিমা অনুকরণের জন্য , কঠিন বিষয়কে আমার মাধ্যমে সহজ করার জন্য আমার শিক্ষার্থীরা আধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে এটাইত স্বাভাবিক। কিন্তু এখন দেখি আমি যাদের নিকট পড়েছি তারাই আসল শিক্ষক তারাই আমাদের মডেল । হয়ত এত পড়াশুনার সুযোগ আর প্রয়োজন তাদের ছিলনা। ----continue